যুগান্তর

তারিখ... 25 DEC 2002

চবিতে এক ডজন হত্যাকাণ্ড বিচার হয়নি একটিরও

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত এক যুগে নিহত এক ডজন ছাত্রের মধ্যে একজনেরও খুনের বিচার হয়নি। মামলা তদন্তের ধীরগতি, তথ্য লুকানো এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে মামলার হয় অকালমৃত্যু হয়েছে না হয় ফাইল চাপা পড়ে গেছে। খুনের মামলার এজাহারভুক্ত আসামি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। কয়েকটি মামলা রাজনৈতিক রঙ না দিয়ে পারিবারিকভাবে দায়ের করা হলেও সেসব মামলারও অগ্রগতি হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে আসামিরা আছে রাজার হালে। ফলে উচ্চশিক্ষা নিতে এসে ঝরে পড়া তাজা তরুণদের খুনের চেয়ে খুনের বিচার দাবি করাটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশেষ খুন হন চবি ছাত্রলীগের সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি আলী মরতুজা চৌধুরী। গতবছর ২৯ ডিসেম্বর ফতেয়াবাদের ছড়ারকুল নিজ বাড়ির অদূরে বন্ধুবেষ্টিত অবস্থায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে তিনি নিহত হন। এ সময় বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে অবরোধ চালিয়ে আসছিল। ছাত্রলীগ এ হত্যাকাণ্ডের জন্য সরাসরি ছাত্রশিবিরকে দায়ী করে। তবে আলী মরতুজার বড় ভাই আলী নাসের চৌধুরী চট্টগ্রামের দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ব্যইট্যা আলমগীর ও গিট্টু নাসিরসহ ছয়জনকে আসামি করে হাটহাজারী থানায় মামলা দায়ের করেন। জানা যায়, বিগত একবছরে মামলার কোন অগ্রগতি হয়নি। তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই শাহজাহান একবার, হাটহাজারী থেকে শহরে বদলি হয়ে পুনরায় হাটহাজারীতে এসেছেন। সাবেক ওসি দেলোয়ার সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। ফলে মামলার কার্যক্রম থেমে যায়। এর ভবিষ্যৎ নিয়ে মরতুজার পরিবার শংকা প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যে পারিবারিকভাবে গঠন করা হয়েছে আলী মরতুজা স্মৃতি পরিষদ। পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও মামলার বাদী আলী নাসের চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, পারিবারিকভাবে মামলা করা হয়েছে বিচার পাওয়ার আশায়। অথচ অপরাধীরা প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছে। তিনি জানান, মরতুজার খুনিদের পুলিশ অন্তত গ্রেফতার করুক, মানুষ জানুক তারা অপরাধী।

মরতুজার মতো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক তনয়সহ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আগুনে পোড়া কোন হত্যার বিচার না হওয়াটা পরবর্তী হত্যাকাণ্ডকে উৎসাহিত করবে বলে একাধিক শিক্ষক ও অভিভাবক মতপ্রকাশ করেছেন। ১৯৯০ সালের ২২ ডিসেম্বর ছাত্রমৈত্রী নেতা ফারুকুজ্জামান হত্যার মধ্য দিয়ে চবি ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনা হয়। ফারুকুজ্জামান ছাড়াও পরবর্তী সময়ে ছাত্রশিবিরের হাতে ১৯৯৪ সালের ৬ নভেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. এনামুল হকের ছেলে ও চবি ছাত্রদলের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল হুদা মুসা, ১৯৯৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর গণিত বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র আমিনুল হক বকুল, '৯৮ সালের ৬ মে চারুশিল্পের ছাত্র আইয়ুব আলী, ১৭ মে শিক্ষক তনয় ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্র মুশফিক উস সালেহীন, ২২ আগস্ট ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী সঞ্জয় তলাপাত্র নিহত হন। অন্যদিকে ছাত্রলীগের গুলিতে ১৯৯৯ সালের ৬ মে ছাত্রশিবির নেতা জোবায়ের হোসেন, ১৯ ডিসেম্বর রহিমুদ্দীন ও মাহমুদুল হাসান নিহত হন। এছাড়া ১৯৮৮ সালে চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে নিহত হন পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্র আমিনুল ইসলাম। ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগ উভয়ই তাকে নিজেদের কর্মী বলে দাবি করে।

হত্যাকাণ্ডের কেন বিচার হয় না তা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও পুলিশ নানা তথ্য দিয়েছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর প্রফেসর ড. গাজী সালেহ উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, প্রত্যক্ষদর্শীরা ছাত্র সংগঠনগুলোর ভয়ে মুখ খুলতে চায় না। তারা বলে 'দেখিনি' কিংবা 'দেখলেও চিনিনি, চিনব না'। ছাত্রসংগঠনগুলো নিজেদের লোককে সাক্ষী বানিয়ে তদন্ত দলকে বিভ্রান্ত করে। ফলে শুরু থেকেই মামলায় তথ্য ঘাটতি হতে থাকে।

ছাত্র-শিক্ষকদের অনেকেই ধারণা করছেন রাজনৈতিক রূপ দেয়ার কারণে অনেক সময় মূল অপরাধীরা পর্দার অন্তরালে চলে যায়। এটিই শেষ পর্যন্ত বিচার কার্যক্রমে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পুলিশ অনেক সময় রাজনৈতিক কাজে ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সভাপতি দিদারুল আলম মজুমদার জানান, বিগত সরকারের আমলে নিহত জুবায়ের হোসেন, রহীমুদ্দিন ও মাহমুদুল হাসানের হত্যাকাণ্ডের চার্জশিট দেয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ অনেক আসামিকে বাদ দিয়েছে। শিবিরের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুনঃতদন্তের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তবে হাটহাজারী থানা পুলিশ বলেছে, চবির ১২ হত্যাকাণ্ডের বেশির ভাগই চার্জশিট দেয়া হয়েছে। কয়েকটি মামলার তদন্ত কাজ শিগগিরই শেষ হবে।

প্রতিবছর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা বৃদ্ধি পায়। বিগত সময়ে ১২ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে চারটিই সংঘটিত হয়েছে ডিসেম্বর মাসে। ফলে আসন্ন ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে যেকোন সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশংকা করছেন ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকমহল। ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবিরের আধিপত্য থাকলেও বর্তমানে ছাত্রদল স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে। ছাত্রলীগ রয়েছে রক্ষণশীল ভূমিকায়।

নিহতদের কয়েকজন

আলী মরতুজা চৌধুরী

নুরুল হুদা মুসা

জুবায়ের হোসেন